প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ

প্রযুক্তিখাতে দক্ষ নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে

মঞ্জুরুল হক খান
০৭ নভেম্বর ২০২৩, ১০:০৪ এএম

সংগৃহীত ছবি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির প্রভাব রয়েছে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।তা ছাড়া কম্পিউটার সাইন্স একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র। নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং চিন্তা প্রতিনিয়তই এই ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কাজেই এই সেক্টরে মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হলে একদিকে যেমন সিলেবাস হালনাগাদ (আপ টু ডেট) করা জরুরি, অন্যদিকে তেমনি নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে পরিচিত করে তোলাটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্সি

ইউনিভার্সিটিরকম্পিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে নিয়ে মানসম্পন্ন ও দক্ষ কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আধুনিক এবং সৃজনশীল পাঠ্যক্রম:

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পাঠ্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেন ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি সর্বশেষ অগ্রগতি ও প্রবণতা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া নিয়মিতভাবে পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করার ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে আমাদের পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বজায় থাকছে এবং আমরা ইন্ডাস্ট্রি উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারছি।

আধুনিক ল্যাব সুবিধা:

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি সংযোজন করেছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা। সর্বাধুনিক হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এর সমন্বয়ে ল্যাবগুলোকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেন ছাত্রছাত্রীরা সর্বশেষ প্রযুক্তিগত সুবিধা নিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এর প্রায়োগিক দিকগুলো সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

গবেষণার সুযোগ:

কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট রয়েছে। এই সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টে যুক্ত হতে পারে এবং দেশে-বিদেশি জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পারে। কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক আল মামুন এইসব রিসার্চ কার্যক্রমসমূহের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া সম্পর্ক:

ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অফিস অব দা স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স এন্ড ক্যারিয়ার সার্ভিসের সহায়তায় ডিপার্টমেন্ট টেক কোম্পানিদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ইন্টার্নশিপ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কর্পোরেট ভিজিট এবং গেস্ট লেকচার পর্যন্ত এই কোলাবরেশন সম্প্রসারিত। ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে যেমন বাস্তব কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পারছে, অন্যদিকে তেমনি ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার তৈরির পথ সুগম করতে পারছে।

সফট স্কিলের বিকাশ :

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ শুধু টেকনিক্যাল স্কিলের ওপরই গুরুত্ব দেয় না, বরং ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কমিউনিকেশন স্কিল, টিম ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারপার্সোনাল স্কিল ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টেও গুরুত্ব দেয় । অফিস অব দা স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ক্যারিয়ার সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন Co-curricular Activities and Extra-curricular Activities এ অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল টেকনিক্যালই দক্ষ হয়ে ওঠে না বরং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীসমূহেরও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। যা বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলামনাই সফলতা:

একটি বিশ্ববিদ্যালয় কতটা মানসম্মান শিক্ষা সেবা প্রদান করছে তা নির্ণয়ের চূড়ান্ত মাপকাঠি হল তার গ্রাজুয়েটগন কর্মক্ষেত্রে কতটা সফল। প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের এলামনাইগণ ইতিমধ্যে টেক কোম্পানি, কর্পোরেট হাউস, ব্যাংক সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে । এদের সফলতাই প্রমাণ করেছে যে ডিপার্টমেন্ট উচ্চমান সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরিতে চূড়ান্ত বিচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

যোগ্য, দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী:

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মূল শক্তি হলো এই বিভাগের যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী। এই বিভাগে যেসব শিক্ষকগণ কাজ করছেন তারা কেবল যোগ্যতার দিক দিয়েই অগ্রগামী নয়, বরং তারা প্রত্যেকেই তাদের কাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। এই বিষয়টিই প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। অধিকন্তু, এদের অনেকেরই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করারও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ একটি বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সাথে এর ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক দিকটির সাথেও ভালোভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একটি গবেষণা ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে এই বিভাগের শিক্ষকগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এই বিশেষ দিকটিও উচ্চমানসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্রুত পরিবর্তনশীল টেক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তাল রেখে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরি করে যাচ্ছে । প্রখ্যাত একাডেমিশিয়ান প্রফেসর ড. আবুল এল লাইসের দক্ষ নেতৃত্বে কম্পিউটার সাইন্স শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে নিয়েছে । তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি আগামী দিনগুলোতে ইন্ডাস্ট্রি এবং দেশের চাহিদা পূরণে মানসম্পন্ন কম্পিউটার সাইন্সে উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে অবদান রেখে চলবে।

লেখক : হেড অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ারস অ্যান্ড ক্যারিয়ার সার্ভিস